সংহতির পথে সন্ত্রাসের বাধা

- সুপ্রিয় মুন্সী

সংহতি সম্বন্ধে সচেতনতা আজ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা সারা বিশ্ব জুড়ে। দিকে দিকে সংহতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কি এদেশে, রকম ফেরে বিদেশেও এবং যথার্থ কারণে। অবশ্য কেবল আলোচনা করে সংহতি লাভ করা যায় কিনা জানি না, তবে মনকে যে ছোঁয়া যায় তা আশা করা যেতে পারে। নানা কারণে, প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে মানব অস্তিত্বের সংকট আজ যের পর্যায়ে এসেছে, সংহত না হলে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ইউরোপের ডায়রী তে লিখছেন যে ইউরোপ কি নেই - জ্ঞান, সম্পদ, শক্তি - অথচ সবসময়েই সেখানে এক সংশয় - কি হয়! কি হয়! কারণ হিসেবে তিনি লিখেছেন যে সেখানে মানব সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ আত্মীয়বোধ, যার অনততম শর্ত হল প্রয়োজনে অন্যের জন্য আরও বেশী কিছু করাই যথেষ্ট নয়, এমনকি প্রয়োজনে চরম ত্যাগ স্বীকারও। এই প্রসঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধীর কথা স্মরণ করেছেন, যাঁর জীবন, কবিগুরুর মতে, অন্যের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য নিরন্তর সংগ্রামের এক গাথা

সমস্ত সৃষ্টির মূল প্রেরণা বোধ হয় মানুষের এই চেতনা থেকে যে বিচ্ছিন্নভাবে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা যাবে না এবং সুস্থ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রাক্ শর্ত বোধ হয় মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, সংহতি। আজকের জ্ঞানলোকে তা আরও প্রসারিত হয়ে প্রকৃতি ও জীবন-বৈচিত্রের সঙ্গে সংহতির প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়েছে।

সংহতির অন্য প্রয়োজনীয়তাও আছে। তা উন্নয়ণের ক্ষেত্রে; অবশ্য কেবল বৈষয়িক বা অর্থনৈতিক উন্নয়ণ অধিক নয়, উন্নয়ণের অন্য মাত্রাও আছে যা ন্যায়নীতি আধারিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আজকের উন্নয়ণের ধাঁচ বিচছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। মানুষে মানুষে বিভেদ, বৈষম্য বাড়িয়েছে - দেশে দেশেও।

বিচ্ছিন্নতাবাদের একটি বহিঃপ্রকাশ সন্ত্রাসবাদ। সন্ত্রাসবাদের অন্যবিধ কারণও আছে। তবে গরিবী যে একটি কারণ তা মার্কিনী রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ স্বীকার করেছেন। তবে একটি বড় কারণ আরো ক্ষমতা লাভের আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টা। অনেক সময় স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা, অন্যদেশের হাত থেকে নিজ দেশের মুক্তির জন্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার উদাহরণও রয়েছে। জীঘাংসা ও প্রত্যাঘাত বা প্রতিহিংসাও এর পেছনে কাজ করছে। বর্তমান প্রযুক্তি ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা একে সাহায্য করছে।

সন্ত্রাস ও ভয় দেখানো চিরকাল আছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদে তার উত্তরণ এর আগে দেখা যায়নি। বলা হচ্ছে যে আজকের যুগকে সন্ত্রাসবাদেরও যুগ বলা যেতে পারে। আজ জ্যাক দ্য রিপার গুটিকয়েক, কিন্তু ব্যাক্তি ও দলগত সন্ত্রাস, এমনকি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসও বহু ঘটছে। এর ফলে মানব অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে, সাধারণ মানুষ অসহায়, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে। ওয়ালর্ড ট্রেড সেন্টারে যাঁরা নিহত হলেন তাঁদের মধ্যে কোটি কোটিপতিও ছিলেন।

সন্ত্রাসের দল যাঁরা গঠন করেন ও নেতৃত্ব দেন বা পরিচালনা করেন প্রায়শই কোন না কোন আদর্শের কারণেও এটি সংঘটিত করেন। কিন্তু অনেক সময়ই তাঁদের জীবনচর্যা অন্য মাত্রা লাভ করে, বিলাস ব্যসনে তাঁরা মত্ত হয়ে পড়েন। ফলে অর্থের চাহিদা আরো বেড়ে যায়, আদর্শ কলুষিত হয়ে হিংসায় পর্যবসিত হয়।

সন্ত্রাসবাদ থেকে উত্তরণ আজ গভীরভাবে প্রয়োজন। সন্ত্রাসবাদ এক ধরণের মানসিকতার বহিঃপ্রকাশও বটে। মত ও পথের বৈষম্যও এর জন্যে অনেকখানি দায়ী। ১৯২২ সালে হিংসাত্মক চৌরিচৌরা ঘটনার জন্যে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন। গান্ধীজী ঠিকই বুঝেছিলেন - হিংসা দিয়ে অহিংস সমাজ হয়ই না, যার প্রাথমিক শর্ত শোষণ নয়, - হিংসা সমগ্র মানব জীবনকে ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলবে। কথিত আছে রূশ বিপ্লব সংঘটিত হবার পরে মহামতি লেনিনকে অভিনন্দন জানিয়ে গান্ধীজী তাঁকে লিখেছিলেন যে যতখানি হিংসা দ্বারা তিনি এই কার্য করলেন তার থেকে অনেক বেশি হিংসা তাঁকে ব্যবহার করতে হবে এটি টিকিয়ে রাখার জন্যে। ইতিহাস তার স্বাক্ষীও বটে।

আজ মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মূল্যবোধ পশ্চাতে চলে গেছে। মানবিক মূল্যবোধকে কিন্তু ফিরিয়ে আনতেই হবে। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রীয় স্তরে বা সামাজিক স্তরে নয় ব্যক্তির স্তরে তার মানসিকতা পরিবর্তনের মাধ্যমে সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে হবে এবং প্রতিহিংসা দিয়ে নয়, যা মার্কিনী প্রচেষ্টা বা তার সেটেলাইট ইজ্রায়েল, ইত্যাদি করছে। অথচ মার্কিন দেশই পারে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। কারণ তার সম্পদ জ্ঞান ও শক্তি আছে। প্রয়োজন তার পরিচালকদের মানসিকতার পরিবর্তনের। সন্ত্রাসের কারণ খুঁজে বার করে তার মূলে কুঠারাঘাতি মূল কাজ - এধারে ওধারে সন্ত্রাসবাদীর পেছেনে ধাওয়া করে নয়। হিংসা বা প্রতিহিংসা গভীরতর হিংসার সৃষ্টি করে, ব্যাপকতা লাভ করে, প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে দেয়। প্রভুত্ব স্পৃহা পরিত্যাগ করে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, সংহতি প্রতিষ্ঠা মূল কাজ হওয়া উচিত।

আসলে আজ গভীরভাবে প্রয়োজন মহাত্মা গান্ধীর চিন্তা ও কার্যক্রমকে অনুসরণ ও অনুশীলন করা। গান্ধীজী তাঁর 'নঈ তালিম' শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে একটি পথের সম্ভাবনাময় দিশা করেছেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আছেন, আরো মহামানুষের চিন্তা, কার্যক্রম রয়েছে। একটি সমন্বয়ী চিন্তা ও কার্যক্রমও অনুশীলন করা যেতে পারে। সুসংহত, প্রীতি, ভালোবাসপপূর্ণ পৃথিবীই মানবচিত। তাতে মানুষ সহ জীব-অজীব সকলেরই কল্যাণ। সন্ত্রাস ধ্বংসের পথ। এর উর্দ্ধে মানুষকে উঠতেই হবে।